দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... APR 13 1999 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

155

বরিশাল সরকারী মহিলা কলেজ

ছাত্রীদেরকে যৌন হয়রানির দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষক এখনও বহাল তবিয়তে

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল থেকে ॥ সরকারী মহিলা কলেজে ছাত্রীদের যৌন হয়রানির দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষক তদ্বিরের জোরে এখনও বহাল তবিয়তে কলেজেই টিকে আছে। এ ঘটনায় অভিভাবক মহল হতবাক। সেই সঙ্গে প্রাচীন এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির প্রতি সাধারণ মানুষের মধ্যে উন্নাসিকতা তৈরি হচ্ছে।

সরকারী মহিলা কলেজের দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক অবনী ভূষণ নাথ কলেজে প্রাইভেট পড়ানোর নামে কয়েক জন ছাত্রীকে যৌন হয়রানি করেন। যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠলে কলেজ কর্তৃপক্ষ তা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পরবর্তীতে ক্যাম্পাসে ছাত্রীরা পোস্টারিং করলে কর্তৃপক্ষ বিষয়টি আমলে নিতে বাধ্য হয়। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নাসিরুদ্দিন খানকে আহ্বায়ক, হোস্টেল সুপার সিরাজুল ইসলাম, শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক নুরুল হক, শিক্ষক ক্লাবের সম্পাদক গোপেশ্বর সাহা, প্রাণিবিদ্যার বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক নুরুন্নাহার বেগম, উদ্ভিদ বিদ্যার প্রদর্শক শিক্ষক মওলা বক্স তালুকদারকে সদস্য করে এই তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। ১৯৯৮ সালের ৮ ডিসেম্বর তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও '৯৯ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। অবনী ভূষণ নাথ বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করেন রিপোর্টে সঠিক তথ্য গোপন করতে। ফলে প্রাথমিকভাবে যেসব ছাত্রী যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলেছিল, তাদের অনেকেই শেষতক একটি বিশেষ মহলের চাপে তদন্ত কমিটির কাছে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করেনি। তবে, তদন্ত কমিটির রিপোর্ট সূত্রে জানা যায়, একাধিক ছাত্রী অবনী ভূষণ নাথ তাদের যৌন হয়রানি করেছেন বলে তদন্ত কমিটির কাছে স্বীকার করে। একই নামের দু' ছাত্রী এবং হালদার পদবির অপর এক ছাত্রী সুস্পষ্টভাবে তদন্ত কমিটির কাছে যৌন হয়রানির কথা স্বীকার করেছে। তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, অবনী ভূষণ নাথ কয়েক জন ছাত্রীকে 'অশ্লীল ছবি দেখান', 'অশালীন কথা বলেন এবং কুপ্রস্তাব করেন,' ছাত্রীদের হাত ধরেছেন কারণে-অকারণে। সেই সাথে তিনি নিভৃতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। ঐ রিপোর্টে আরও বলা হয়, অবনী ভূষণ নাথ ছাত্রীদের সঙ্গে যে আচরণ করেছেন, তা শিক্ষকসুলভ নয়। তদন্ত কমিটি তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে। ঈদ-উল ফিতরের পর পরই এ রিপোর্ট ডিজি অফিসে পৌঁছে।

যৌন হয়রানির অভিযোগ প্রমাণিত হবার পরেও তাঁর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় সাধারণ মানুষ হতবাক। রাজনৈতিক ও প্রভাবশালী মহলের তদ্বিরে বিষয়টি ধামাচাপা দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, অভিযোগ প্রমাণিত হবার পর মহল বিশেষের চাপে কলেজের হোস্টেল সুপার সিরাজুল ইসলামকে ক্যাম্পাসের কোয়ার্টার থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। অথচ ইতোপূর্বে তিনি বহুবার হোস্টেলের দায়িত্ব প্রত্যার্পণ করতে চাইলেও তাঁকে যেতে দেয়া হয়নি। অবনী ভূষণ নাথের বিরুদ্ধে পোস্টারিংয়ের ঘটনার জন্য তাঁকে দায়ী করা হয়। এখন সকলের মনে প্রশ্ন, অবনী ভূষণ নাথ কি পার পেয়ে যাবেন? তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেশের পর প্রায় তিন মাস পেরিয়ে গেলেও শিক্ষা দফতর চুপচাপ। শিক্ষা দফতর কি তাহলে অসাধু শিক্ষকদের বহাল রাখতেই তৎপর থাকবে?